প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক : সমীর চট্টোপাধ্যায়। ত্রিবৃত্ত প্রকাশন। দেবকুটির। ১ ত্রিবৃত্ত সরণি। কুচবিহার।
মুদ্রক : প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলিকাতা ৯

স্বৰ্গতা মাকে

স্তম্ভিত আঁধার : মর্মর ঢেউ
তরল নৈঃশব্দ্যের দৌত্যের অনেক কানাকানি
নাম-না-জানা অনেক মানুষের ভিড়
নতুন হাত
ফেণনিভ ঢেউ উঠে বুকের ভেতরে

শ্যামলিম পৃথিবীর বুকে
স্রস্ত আঁধার
নাম-না জানা মানুষের ভিড়ে
আমি একা
আমি একা হয়ে আছি এ অন্ধকারে

কবিতাগুলো রচনাকাল অনুযায়ী সাজানো হয় নি। এর সব কবিতাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত। কবিতার কোন কোন অংশ এমনকি কখনো-কখনো কবিতার নামও বদল করা হয়েছে। ত্রিবৃত্ত প্রকাশন দেবকুটির ১ ত্রিবৃত্ত সরণি কুচবিহার উত্তরবঙ্গ।

সূচীপত্র

শ্যামলীকে একগুচ্ছ

১

তুমি চুপিচুপি কাছাকাছি এসে
যাওয়ার বেলায় অত জোরে চিৎকার করো না !
আমার কানের পর্দা ছিঁড়ে চোখের মণি উঠে আসে
কখনো হাহাকারে বুক ফেটে যায়, শ্যামলী,
আমার কাছাকাছি অন্ধকার ছড়িয়ে
অত জোরে চিৎকার করো না !

আমার পায়ের ব্যথা সেরে গেলে হেঁটে যাবো
চোখ দুটি ভাল হলে চেয়ে থাকবো অনন্ত আকাশে
সময় সুযোগমত ঝিনুকে পা রেখে দুইহাতে দুনিয়া হাতড়াবো
'শ্যামলী শ্যামলী' বলে আকাশ ফাটাবো
কিন্তু শ্যামলী,
এই সময়—
পিছু পিছু ডেকে ডেকে অন্ধকার ছড়িও না !

আমার গোলাপ গাছের ফুলগুলি ঝরে গেছে, রজনীগন্ধাও
তবুও তুমি পাতা ছিঁড়ে, মাটি খুঁড়ে চিৎকার করো না !

২

পায়ের নিচের কটি ঘাস-ফুল যত্নে আছে
১৫ বছর এ পৃথিবীর কিছু ছোঁয়া হয়নি
শেফালি কুড়োবো বলে কোনদিন কোনো ছায়া
নতজানু হয়ে
হাত পেতে
ভুলেও বলেনি এসে—
তুমি কে ? পায়ের নিচে কি ? শেফালিকা গাছ কোথায় আছে ?

শেফালিকা ছড়িয়ে গেলো কারা ? কুড়িয়ে নিলো কারা ?
মীরা শ্যামলী অনিন্দিতা
দেখি তোমাদের চোখ মুখ, হাতগুলো দেখি !

তোমরা নিম বকুল শেফালিকাই পুঁতে নিও উঠোনে
যেহেতু, আমি শ্মশান থেকে ফিরে এসে
গরম লোহা বারবার কনুই, পা, বুকে বুলিয়ে নিচ্ছি।

৩

আমার বুকের মধ্যে যোগপঞ্চক খেলা করে কী ভীষণ খেলা!
বিষাদ জ্ঞান কর্ম বিভূতি ভক্তির বেআব্রু মিছিলে কী যন্ত্রণা
দিয়ে গেলে কি কঠিন মায়া, এভাবে দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখি,
আমি একা
কেন কাঁদি দুচোখের ঘুমে, কেন একা ডেকে উঠি 'শ্যামলী,
শ্যামলী কোথায় আছো ?'

অপাপ বৃক্ষের শেকড় আকস্মিক দুলে ওঠে
নড়ে ওঠে এ মাটি আর ঘর, আলতো
দুহাতের ছাপ মুখে মেখে পড়ে আছি নিদারুণ ঝড়
অশ্রুপ্রতিম হাত দুটি হিম হয় অপলক চোখের ছায়া
প্রতীক্ষার দুই ভুরু অন্ধকার
অতলান্ত অন্ধকারে ডুবে আছি
কি ভীষণ মায়া
আমার বুকের মধ্যে যোগপঞ্চক খেলা করে !

আমার বারান্দা থেকে বিকেলের ম্লান আলো মিশে গেলে,
আমি একা
কেন কাঁদি নিদারুণ ঝড়ে, কেন একা অন্ধকারে দুহাতে
হাতড়াই 'শ্যামলী, শ্যামলী কোথায় আছো ?'

জীবন্ত রক্তের স্রোতে জেনে যাই, তুমি একা
যোগপঞ্চক হয়ে আছো আমার বুকের কাছে !

৪

পায়রার মিথুন উৎসবে আমি হাঁটু গেড়ে বসে থাকি
হাত পেতে মিনতি জানাই
'পাশাপাশি কে কোথায় বসে আছো, ডিম চোঁড়ো'
চোখদুটি সর্বহারা আর্তনাদে হাই তুলে উঠে আসে
হাঁটু ভেঙে যায়
পায়রার মিথুন উৎসবে হাত খসে যায়।

ও পাড়ার শ্যামলীটা পাশে ছিল
কোথা গেলো!
আর কে বসে আছো চোখ মেলে দেখে যাও
কেমন করে চোখ দুটি জ্বলে ওঠে
আর্তনাদে ফেটে গিয়ে কী রক্তপাত!

অথচ অন্ধতা ছিল পাপপুণ্য কিছু অবিশ্বাস
আহ্লাদী বুকের কাছে মায়া ছিল
আর কিছু নষ্ট খড়কুটো
রক্তের ভেতর পবিত্র বিবেক এসে নতজানু
অন্ধকারে অন্ধকার : 'ডিম চোঁড়ো, ডিম চোঁড়ো'
হাঁটু ভেঙে যায়, মিথুন উৎসবে হাত রক্তে ভিজে যায়।

৫

আমার সোনার আত্মা তুমি নিয়ে গেছো
সাজানো গ্লাসের সারির জলটুকু খেয়ে গেছো, আমি
একা দেখে যাই
চুড়ির শব্দে শুনে যাই কোন এক রৌদ্রের দুপুরে
বুকে তেষ্টা বড় তেষ্টা চুষে খাই, অনেক কষ্টে
আলজিভে জেনে যাই
হাত নেড়ে দেখে যাই চোখে জমা ধুলো বালি ঝড়, মুখে পোড়া
বারুদের ছাই, অন্ধের মতন দুই হাতে অন্ধকার
বড় অন্ধকার ছেনে নিই, প্রভু
'শ্যামলী শ্যামলী' বলে আমি একা ডেকে যাই
একটানা সতেরো বছর

দুলে ওঠে গোলাপের স্বর্ণ শেকড়
আমি একা দেখে যাই প্রিয় সন্ধ্যাবেলা
আমার সোনার আত্মা তুমি নিয়ে গেছো।

মাটি ও মানুষ

মাটির কাছাকাছি এসে হে পাপ হে পুণ্য
মানুষের কাছাকাছি এসে পাপপুণ্য হে করুণা
                    ভালবাসা
                            ঈর্ষা
                                যন্ত্রণার
চক্রাকার পথ ঘুরে ঘুরে
                    ক্রমে ক্রমে
নিচে বা উপরে বা নিচে এসে প্রভু, আমি
একা জেনে যাই অন্ধকার
                    বড় অন্ধকার নিয়ে আছি।
হাজার হাজার মুরগি এলে রুটি ছিঁড়ি মাটি খুঁড়ি
চক্রাকার পথ ঘুরে ঘুরে
                    ক্রমে ক্রমে হাজার হাজার
মানুষ এলে
                    ভালবাসা
                            ঈর্ষা
                                যন্ত্রণায় প্রভু, আমি
একা রুটি ছিঁড়ে আমি একা মাটি খুঁড়ে জেনে যাই অন্ধকার
বড় অন্ধকার নিয়ে আছি
                    মাটির কাছাকাছি
মানুষের কাছাকাছি এসে পাপপুণ্য, হে করুণা।

আপন হলে

ভেবেছিলাম সঙ্গীসাথী আপন হলে তোমায় পাবো,
আপন হলে চোখের মায়া
ফুলের মালা কাছে রেখে
ঘাসের শিশির মুখে মেখে ঐ পাহাড়ে হারিয়ে যাবো।

ভেবেছিলাম আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হলে তোমায় পাবো,
দুইভাঙা পাড় ডুবিয়ে দিয়ে
শূন্য নৌকা কাছে রেখে
জলের ছাঁটে জেগে উঠে ঐ সাগরে হারিয়ে যাবো।

ভেবেছিলাম বুকের মধ্যে ঝরণা হলে তোমায় পাবো,
ভেবেছিলাম দুপায়ে দুই নূপুর বেঁধে
প্রাতঃসিনান সেরে নিয়ে মদের নেশায় হারিয়ে যাবো।

সবকিছু আজ ভুলে গিয়ে ধূপের কাঠি জ্বালিয়ে রাখি
তিলক ফোঁটা শুকিয়ে গেলে
অনেক মানুষ আমায় ঘিরে
প্রশ্ন শুধোয় : তোমায় পাবো আপন হলে সঙ্গীসাথী ?

কে আসে

শিমূলের ডালে শকুন বসলে আমি কি আমার দেহ
দেখে নিতে পারি ?
আমি কি তোমার আঁখির সমুদ্রে ডুব দিলে
ঝিনুক পেতে পারি ?
উভয়েরই মহোৎসবে যোগ দেওয়া উচিত হবে না।

বাবার মৃতদেহ কাঁধে নিলে চোখে জল ভর্তি করে
কার ছায়া কাঁপে ?
অশরীরি কার ছায়া অন্ধকার নাচায় ? সে কি তুমি ?
পথে হরিণাম ধ্বনি কানে এলে তুমি কি করবে !
উভয়েরই ধ্বনি দেওয়া উচিত হবে না।

যাদু খেলায় চোখ দুটি স্থির হলে পকেট ভর্তি
কার টাকা লুট হয়ে যায় ?
খেলা শেষে পথ ভুলে শ্মশানের দিকে ক্রমাগত হেঁটে গেলে-
কে আসে ?
কে এসে বলে যায় ক্রমাগত হেঁটে যাও
ক্রমাগত হেঁটে
ক্রমাগত—

ঘণ্টাধ্বনি

বাবা মারা যাওয়ার পর পৃথিবী আমায় ত্যাজ্যপুত্র করে রেখেছিল
তাইতো আমার হাতেবোনা গাছে ফুল ধরলো না কখনো
আমার ছোঁয়া পেলে কস্মিনকালেও ফুল ফোটে না সে বাগানে

আমার বুকের ভেতরে অহরহ
আমার
ছোঁয়া
পেলে
পৃথিবীর গাছে কোনদিন ফুল ফোটে না
আমার
ছোঁয়া
পেলে
পৃথিবীতে কোনদিন বৃষ্টি হবে না
আমার
ছোঁয়া
পেলে
এ-পৃথিবীর মানুষ কোনদিন বেঁচে থাকে না
আমার ছোঁয়া পেলে বুকের ভেতর অহরহ ঘণ্টাধ্বনি
এদিকে না এদিকে না এদিকে না
আমার যাবার রাস্তায়
পা বাড়ালে অহরহ ঘণ্টাধ্বনি।

বৃত্তের সমীপে

আমি দোকানে ঢুকেছিলাম। ঝক্‌মকে দোকান। পড়ন্ত বিকেলের আলো তখনো জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করছিলো। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলাম। এক একটি আলোর বৃত্ত ছককাটা জিনিস-গুলোর উপর উজ্জ্বল এবং বড আয়েসী হয়ে বসেছিলো।

সিঁদুর কপালে একটি মেয়ে ঢুকলো দোকানে। ও আলোর বৃত্তের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।

দোকানদার জিজ্ঞেস করলো, কী দরকার আপনার ?

—একটা ছোট্ট এনামেলের কড়াই দিন

কড়াই পেলো। বৃত্তটা দোকানে আর কোনো জিনিসের কাছাকাছি সরে গেলো।

—একটা হাতা দিন

হাতা পেলো। বৃত্তটা আর কোনো জিনিসের কাছাকাছি সরে গেলো।

—একটা খুন্তি দিন, একটা বালতি দিন, একটা হ্যারিকেন দিন,
একটা হাঁড়ি, ধূপ-ধুনা, শলাই···

আমি দেখলাম, হাজার হাজার আলোর বৃত্ত আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকলো। মিনির মা-র কঙ্কালসার দেহের কথা মনে পড়লো। মিনি, বেবি, তপু ও সোনার কথা মনে পড়লো। রুটির কথা মনে পড়লো। ব্যাগটার কথা মনে পডলো।

দোকানদার এগিয়ে এসে আমায় জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে কী দেবো ?

হাজার হাজার আলোর বৃত্তের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আমি নিঃসঙ্কোচে বললাম : আমার অন্ধকার চাই।

বারো ফুট জলের নিচে মাটি

উত্তরবাঙলা, এক বুক জলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে
তোমার এ-মাটির মায়া ভুলে গিয়েছি।
শৈশবের খেলাঘরে কানামাছি খেলার মতন
হাতড়াতে হাতড়াতে কোন এক চালাঘরে উঠে এসে,
সাঁতরিয়ে জলের ওপর কিংবা কোনো ছাদের কোণায় দাঁড়ালে
দুহাতের স্নিগ্ধস্পর্শ আজন্ম ভালবাসা খরস্রোতায় ডুবে যায়।

জল দিয়ে তৈরি হয় বুকের বাতাস
বারো ফুট জল দিয়ে তৈরি হয় গোপন আকাশ
মনে হয় জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে কেটে যাবে হাজার বছর,
হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে ঘুরে এসে মনে হয় আমি একা,
আমি একা দুহাতে যন্ত্রণা হাতড়াই, উত্তরবাঙলা,
তোমার এ-মাটির মায়া বারো ফুট জলের তলায়।

নির্বেদ, মানুষের

বটের নির্বেদ ছায়া
পুকুরের কালো জলে স্তব্ধতায় কঠিন পাথর।
ভিড়ের প্রবাহ থেকে কেউ কেউ ছুটে এসে নত হয়
নত হয় পাথরের বুক ছুঁয়ে,
সে যেন পূজারীর দীর্ঘদিন থেকে শপথ প্রার্থনা।

পেছনে ব্যবসায়ীর লাভ লোকসান পড়ে থাকে
বুকে থাকে স্বপ্ন সফলতা
প্রান্তরে সূর্য-ছায়া কেঁপে ওঠে, কেউ কেউ নত হয় মন্ত্রপাঠ
পাথরের বুক ছুঁয়ে···

অন্ধকারে ডুবে আছি

তুমি চলে যাওয়ার আগে অমন করে
অন্ধকার ছড়ালে, অতগুলো মশা ঘরে দিয়ে গেলে ?
বিধবা মায়ের কাছে আমি বড় প্রিয় ছিলাম
ছোট্ট দুটি ভাইয়ের কাছেও,
আমি আজো ভালবাসি তাহাদের, কিন্তু…
যেহেতু ঘরভর্তি অন্ধকার, অতগুলো মশা !

তুমি চলে যাওয়ার আগে এক কোটি
কাঁটা রেখে গেলে ? আমার পায়ের রক্তে
শুদ্ধিস্নান হলে আমি কী মানুষ হবো ? আমি কী
মায়ের কাছে প্রিয় হবো, ভাইয়ের কাছেও ?

অন্ধকারে ডুবে আছি ; পায়ের রক্তে হাঁটতে পারি না,
শুদ্ধ আলোর জন্য এক কোটি ফুল দিতে পারো
কিংবা প্রার্থনার জন্য এক কোটি হাত ?

ভিক্ষা

বৃক্ষের শেকড় থেকে প্রাণ আহরণের শিক্ষা পেতে চাই
মাটি থেকে আন্তরিকতা ;
নিষ্ঠাপূর্ণ ধ্যান জানা নাই আমার
নিষ্ঠাপূর্ণ কাপড় জড়াতে পারি না গায়ে
তিলক ফোঁটার কায়দা-কানুন শেখার প্রয়োজন আছে কি না
ব্রতকল্প অঞ্জলির সাথে তুফোঁটা চক্ষুজল ফেলার প্রয়োজন !

শীর্ণ আঙুল বেয়ে চরণামৃত গড়িয়ে গেলে
পুনরায় ঐ হাতে শেকড়ের মাথাগুলি দেখে নিতে পারি
কিংবা তু-আঙুলে মাটি তুলে দেখে নেওয়া !

প্রচলিত মন্দিরের নিয়ম-কানুন, বেদবাক্য, ধূপধুনা
অজস্র ফুলের আয়োজন নেই
নিয়মিত প্রার্থনার নিয়ম
সারা বুকে শুধু আগ্রহ আছে
সম্ভব হলে বৃক্ষ শেকড় এবং মাটি তুলে দিও প্রভু
ব্রতকল্প অঞ্জলির হাত পেতে আমি বুকে তুলে নেবো
সারাজীবন তুঃখ তুলে নেবো বুকে, হে পরম করুণা
আমি আনন্দ চাই না, সারাজীবন আনন্দ চাই না !

বন্যা আমার বুকের কান্না

বন্যা আমার বুকের কান্না
মিনিটে বাড়ে জল
ভেসে যাচ্ছে…
বিয়ের সিঁদুর, পুজোর সরা, ব্রিজ-কালভার্ট,
গাছের গোড়া, ফুলের শেকড়, স্বপ্ন-কথা,
মুখের আদল ভেসে যাচ্ছে
ভেসে যাচ্ছে জন্মভিটে, মায়ের আশিস্, বাবার শোবার খাট
জলের তোড়ে মাথা ঘোরে, যখন তখন পায়ের কাঁপন হাড কাঁপানো শীত
কুকুর বেড়াল ছাগলছানা হাজার শিশু বৃদ্ধ বাবা
ভেসে যাচ্ছে বুকের ভেতর আলোবাতাস
জন্ম থেকেই ভেসে যাচ্ছে ··
বন্যা আমার বুকের কান্না।

অশ্বমেধ যজ্ঞ

অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াটাকে আজও আটকিয়ে রেখেছি, হয়তো থাকবেও চিরকাল। আমি অনেক অনেক তীক্ষ্ণ কৃপাণ তুলে আমার ক্ষমতার কথা জানিয়েছি এবং এও জানিয়ে দিয়েছি ঘোড়া ছাড়লেই অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় না—অমনি রাতারাতি বদল হয়ে গেলাম আমার সঙ্গে আমি। আমার রক্তের মধ্যে ঘোড়ার উড়ন্ত চমক ক্রমে গতিশীল হলো। অশ্বক্ষুরাঘাতে রক্তে ধ্বনি প্রতিধ্বনি হলো—'ঘোড়া ছাড়লেই অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় না।' আমি জোর করেই বলতে চাইলাম ঘোড়া ছেড়ে কতবার অশ্বমেধ যজ্ঞ ঘটিয়েছি তার হিসেব নেই। অমনি বদল হয়ে গেলাম আমার সঙ্গে আমি। আমার রক্তের মধ্যে ঘোড়ার উড়ন্ত চমক ক্রমে গতিশীল হলো। অশ্বক্ষুরাঘাতে রক্তে ধ্বনি প্রতিধ্বনি হলো—'ঘোড়া ছাড়লেই অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় না।'

সুখী মানুষের মতো

আমি সুখী মানুষের মতো আশ্চর্য
শ্মশানভূমিতে বসে থাকি অনিঃশেষ যন্ত্রণায়
কান পেতে শুয়ে থাকি জাহাজডুবি যদি হয় কদাচিৎ

রত্ন কুড়োবো বলে ঝিনুক কুড়িয়ে এনে আশ্চর্য
আমি সুখী মানুষের মতো কী যে মায়ায়
হাতে নিয়ে গুনি খোলস ছাড়ানো না হওয়া অবধি ;

শ্মশানভূমিতে বসে থেকে আশ্চর্য
আমি কবর খুঁড়তে এসে দুই হাতে মৃত্তিকা হাতড়াই
যদি কদাচিৎ প্রাণ ফিরে পাই সুখী মানুষের মতো ।

শৈশবের নদীতীরে

ফেলে আসা শৈশবের নদীতীর থেকে
উঠে এসে করপুটে দাঁড়িয়ে বালিকা
ঘন নীল চোখ দুটো
ছলছল ঘননীল হয়ে যায় ও-বুকের মায়া ।

স্বপ্নের বাঁধ ভেঙে সমুদ্রের জলে যখন
নদীতীর ডুবে গিয়ে দুকূল ছাপায়
আমি তখন জেগে উঠে একা মধ্যরাতে
শৈশবের নদীতীরে হেঁটে হেঁটে যাই
শুধুমাত্র প্রার্থনার হাত দুটো ভেসে থাকে
ভেসে থাকে ঘননীল ও-চোখের মায়া ।

জানলা

সম্মুখের বাড়ির এক এক করে অনেক কটি জানলা খুলে গেল অনেক কটি বন্ধও হয়ে গেলো নিঃশব্দে। আমি এতক্ষণ যে ছবিগুলো দেখছিলাম সব কটি জানলার। চারদিকে তাকালাম—কোনটা খোলা, কোনটা আধবোজা, কোনটা প্রায় বন্ধ, কোনটা বন্ধ। কোনটা খুলছে, কোনটা বন্ধ হচ্ছে। বুঝলাম খোলাবন্ধ, বন্ধ খোলা—এই নিয়েই জানলা।

আমার ঘরের জানলাটিকে জানলা বলে বোধ হলো না। কেননা মাটির মমতা নিয়ে এতদিন খোলা বা বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ করিনি, হাঁটা পথে দাঁড়িয়ে নিজের জানলার দিকে মাথা তুলে তাকাই নি কোনদিন। আলো হাওয়া, ঝড় বৃষ্টি, পাপপুণ্য আমার পক্ষে কতটুকু দরকার, কতটুকু ক্ষতিকর, শিরা উপশিরা রক্ত প্রবাহ ঝর্ণা হয়ে তরতর করে ঢালুপথে নেমে যাওয়া কিংবা রজ্জু হয়ে পাগলা হাতীর পায়ে ঝোলা আমার পক্ষে ভালো কি মন্দ খতিয়ে দেখার জন্যে একটিবারও জানলায় হাত লাগাই নি। গোপনতায় তীব্রতা বা সরলতার উদ্বন্ধন, রক্তে সূর্যস্নান ঘটাইনি আজ পর্যন্ত। শিশিরের উদ্বিগ্নতা চিন্তার জটিলতা পরম লাভের উষ্ণতায় এই জানলা দিয়ে অনেক কিছুরই আসতে দেখেছি নিঃসঙ্কোচে, আবার অনেক কিছুই বেরিয়ে গেছে আপন ইচ্ছাতেই।

সম্মুখের বাড়ির এক এক করে অনেক কটি জানলা খুলে গেল, অনেক কটি বন্ধও হয়ে গেল নিঃশব্দে। খোলা বন্ধ, বন্ধখোলা—এই নিয়েই জানলা। আমার ঘরের জানলাটার পাল্লা দুটোয় হাত লাগিয়ে বন্ধ করলাম—অন্ধকার, খুললাম—আলো, আলো অন্ধকার, অন্ধকার আলো—এই নিয়ে জানলা। উপচে-ওঠা রক্ত দাঁতে চেপে ধরে অন্ধকার আলো আমিও এখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, আমিও এখন বলতে পারি, খোলাবন্ধ, বন্ধ খোলা এই নিয়েই জানলা।

উন্মোচনে তোমার ছায়া

একটি গাছের শেকড় টেনে তোমায় আমি বলতে পারি
দুঃখ-সুখের অগ্নি-চিতায় কদিন ধরে আগুন জ্বলে
কদিন ধরে তোমার বুকের উত্তেজনায় রক্ত বমন

হাত ভরা ঐ গাছের পাতা গোপনভাবে খাইয়ে তোমায়
ঘোর বাদলের অন্ধকারে তুলতে পারি চোখের মণি
স্বভাব ভুলে অজ্ঞানতায়, তাই তো হৃদয় হচ্ছে ভীষণ—
বিষ ক্রিয়ায় ছিন্ন বকুল কুড়িয়ে নিস্ কুড়িয়ে নিস্ !

নয়তো দেখো বুকের মাঝে পাঁচ বছরের রুগ্ন আলোয়
কেমন করে ঝলসে ওঠে তীক্ষ্ণ কৃপাণ নিপীড়নে
এই অবেলায় বিষম কাণ্ড ঘটতে পারে তুমি জানো না
ভয় না পেলে, কাছে এসে বুক পেতে দিস্ বুকে পেতে দিস্

শিবির

পাশাপাশি আলো অন্ধকার
অন্ধকার আলোর পাশাপাশি হেঁটে
আমি কার মুখের দিকে তাকাবো ? সে কি মানুষ ?

মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে শ্মশানের দিকে হেঁটে গিয়ে
আমি কি বলে হাঁকবো ? সে কি হরিনাম ?

বড়ই কাছাকাছি পাশাপাশি অন্ধকার আলো
আলো অন্ধকারে মুখোমুখি হলে কি করে বলবো
আমি হাঁটতে চাই না, মধ্যপথে শিবির গড়তে চাই !

কিছুদিনের নিঃসঙ্গতা

আমি কখনো পাশ ফিরে তাকাই না। তবু তাকাতে হলো—মীরার আরক্তিম গাল দুটো দেখে নিতে হলো। আমার কখনো ফটো তোলার শখ ছিল না, তবু অত্যধিক আরক্তিম গাল দুটো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য ফটোটা তুলে নিতে হলো। পাশাপাশি চলার মতো অভ্যাস, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত দেওয়ার সহজাত প্রবৃত্তি, হাতে ঘড়ি, চোখে চশমা 'মানায় ভালো'র নেশা আমার কোনদিনই ছিল না এবং আজো নেই। তবু আমার মাঝপথে থামতে হলো, ওর আরক্তিম ঠোঁট দুটো দেখে নিতে হলো, আমার দৃঢ় পদক্ষেপ আর একটু দৃঢ়তর হলো, শীর্ণ হাত বেয়ে ঘড়ির ব্যাণ্ডটা নিচে নেমে আসায় টেনে ওটাকে ওপরে তুলে নিতে হলো, ঝাপসা চশমা বারবার মুছে আর একটু পরিষ্কার করতে হলো, পরিষ্কার গাল দুটো ইতিমধ্যেই খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরে গেলো কিনা হাত দিয়ে আর একবার পরখ করা হলো অভ্যাস নয়—প্রয়োজনবোধে আরক্তিম গাল দুটো দেখে নেওয়ার জন্য আমাকে পাশ ফিরতে হলো।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি মুখে এক ভদ্দরলোক গভীর আবেগে হাত বুলিয়ে পথ চলছিলো, মীরাও যেন কী বলতে বলতে ওর সাথে এগিয়ে গেলো। 'মীরা' বলে একবার ডাক দিতে চাইলাম কিন্তু উপলব্ধির একান্ত নিবিড়তায় ডাক দেয়া হলো না, অস্ফুট মুখটা শুধু আরক্তিম হলো। ততক্ষনে ওরা আবছা পথ বেয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। এবার আর আমাকে পাশ ফিরতে হলো না—স্তব্ধ পা দুটোয় ভর দিয়ে নিজের মুখটা আমি নিজেই দেখতে পেলাম। আমার অস্বাভাবিক আরক্তিম মুখ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রিয় হাতখানা মুখে বুলিয়ে নিতে চাইলাম। আমার মুখের দাড়িগুলো না থাকায় কিছুদিনের জন্য নিজেকে নিঃসঙ্গ লাগলো।

অথচ বসে আছি

ডাল থেকে ঝুলে আছে অন্ধকার
নাভি থেকে উঠে আসা আলো
নির্ঘাৎ প্রেম—
সারারাত ছুটতে ছুটতে মৃগনাভি হয়ে গেলে
লুকোনো ছাড়া কোনো পথ দেখি না
অথচ লুকোবো কোথায় ?

বন থেকে ছুটে আসে বাঘ
বড় কাছাকাছি প্রসব হরিণা
শালপাতা খসে পড়ে
শেকড়ের মাটিগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে
লুকোনো ছাড়া কোনো পথ ছিল না
অথচ বসে আছি সারারাত সারাদিন

বরং ভালো

একযুগ বসে বসে ঘাসের মাথা থেকে শিশির কুড়োলাম
রোদের দিকে পিঠ রেখে জুতো সেলাই চণ্ডীপাঠ শূকর চরানো
তিন পয়সা দরে মালা বিক্রি, কিছুই বাদ যায়নি হে
আকাশের দিকে তাকিয়ে হাজার সমুদ্র-জল ছেঁচলাম
মাটির দিকে মাথা রেখে শীর্ষাসন
তাপসীর সাথে কথা বলতে হামেশা হাত-কচলানো
কাঁহাতক পারা যায় হে
বরং এর চেয়ে ভালো নদী গাছ ফুল ফুল গাছ নদী ।

বীজাণু

আমার কাছ থেকে সব কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। আমি আমার কাছেই দিনে দিনে পর হয়ে যাচ্ছি। আমার ঘর, আলো-হাওয়া, পরিবেশ, বই, আয়না, চেয়ার, টেবিল, চিরুনি যা কিছু সবই আমার কাছে অচেনা ঠেকছে। অথচ নিজেকে ফিরে পাবার জন্য দিন রাত ব্যাকুলভাবে সহস্র ধ্বনি প্রতিধ্বনির মাঝে লক্ষ লক্ষ বীজাণু হাতড়াচ্ছি। সংক্রামক বীজাণুগুলো আমার রক্তে অনায়াসে সঞ্চালিত হয়ে সুখ শান্তি আর ভালবাসা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনায় শিরায় শিরায় রক্তের প্রবহমানতার কলধ্বনি শোনার জন্য কান পেতে থাকি, আলো হাওয়াকে ঘর ভরে রাখার জন্য দরজা জানলা বন্ধ করে রাখি। যার ফলে অন্ধকার ছাড়া আমার ভাগ্যে কিছুই জোটে না। চার দেয়ালের মাঝে অন্ধকার, শিরায় শিরায় অন্ধকার, রক্তে রক্তে অন্ধকার, পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মোহনা আমার শরীর ঘিরে। শরীর থেকে গলা, গলা থেকে মাথা পর্যন্ত অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে। ক্রমেই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি আমি। সংক্রামক বীজাণুগুলো চোখ কান মুখ রোমকূপের গোড়ায় গোড়ায় ঢুকতে চাইলে আমি ভীষণ চেষ্টায় তাড়াতে চাই, কিন্তু ক্রমেই ডুবে যাই জীবাণুর অথৈ সমুদ্রে। পাশ থেকে খলখল করে হেসে উঠল দুপাটি দাঁত, বঙ্কিম কটাক্ষ হানলো এক জোড়া কালো চোখ। অনবরত কিলবিল পোকাগুলো ঢুকছে ওর চোখে মুখে। এ কী মীরা, তুমি! কিলবিল পোকাসহ ওর দাঁতগুলো খল খল করে হেসে উঠলো। আমি ভীষণ, ভীষণ ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম—'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।'

ডুবুরি

দুচোখে যা দেখা যায় তাই আমার।
যা কিছু অদৃশ্য অশরীরি
হাতড়িয়ে পাওয়া যায় না,
নিজের অগোচরে তার জন্যে
আশ্চর্য ডুবুরি হলাম !

সপর্দা জানালাটা ভালবাসি।
প্রতিটি শিক, সুতো—দুটি
শুভ্র হাত, ঠোঁট, গাল
কুঠুরির আলো চেনা যায়—
দেখা যায়—তাই ভালবাসি।

দুচোখের অতলে দুচোখ হারালাম।
খণ্ড খণ্ড আলোর জটলায় অন্ধকার
পাতাল থেকে উঠে আসা অশরীরি অন্ধকার
চেনা যায় না, হাতড়িয়ে পাওয়া যায় না

আশ্চর্য ডুবুরি হলাম।

ক্ষেত চাষের সময়

নত হয়ে ধান রোপণের সহজ ভঙ্গিতে
ঢিল কুড়িয়ে কুড়িয়ে অমন করে আঁচল ভরো না।
একান্ত বিস্ময় নষ্ট হলে হাল-চাষ
মই, নিড়োন, লাঙ্গলে দেবার সময়
বসে বসে শুকনো ক্ষেতে অসভ্যতা
করতে ইচ্ছে হয়। আমার বাড়ির
ছেঁড়া বিছানার নিচে থেকে ছারপোকা ধরে এনে
ছেড়ে দিলে গরুর খুরের শব্দে ধুলো ওড়ে
চারপাশে। তোমার বৃষ্টি
দিয়ে আমার তৈরি ক্ষেত সেই সময়
ভিজিয়ে দিও না। চাষে চাষে মাটির বুক চিরে
ঢিল ওঠে ঢিল জমে, লাঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে
ছারপোকা ব্যতিব্যস্ত, ঠিক সেই সময়, তুমি
ঢিলগুলি কুড়িয়ে নিয়ে বুকের কাছে আঁচলে ভরো না।

আমার ঘর

আমার ঘরের দরোজা খুললে
অন্ধকার জমা হয়, পাখি ওড়ে
ফুড়ুৎ
ফুড়ুৎ
সাপের লকলকে জিভ, ডিম খোঁজে
ছানা, তাও খোঁজে
আমার ঘরের দরোজা খুললে
সাপের
ল ক ল কে
জিভ

অবিশ্বাস্য ঝরনাধারায়

হাতের পিঠে সূর্য নাচে বুকের কাছে তুমি
অবিশ্বাস্য ঝরনাধারায় উঠোন ভিজে
ফাঁক পেলে আর দিই না ফাঁকি
হাজতঘরের দাগী আসামী।

সোনারূপার বাজার দরে মন হারানো
ভরদুপুরে অনেক ক্ষতি
অনেক ক্ষতি ভাঙা মেঘের খেলা দেখা
চাঁদ দেখে হাত যেই বাড়ানো।

এখন দেখি বুকের কাছে সূর্য নাচে
হাতের ওপর রইলে তুমি
অবিশ্বাস্য ঝরনাধারায় মন ভিজে যায় মনের তলে
ফাঁক পেলে তাই দিই না ফাঁকি, অবাক হলে ?

জেগেই আছে অন্ধকার

জেগেই আছি জেগেই আছি
জেগেই আছে অন্ধকার
পায়ের নিচে কাঠবেড়ালি

মাথার উপর ছন্দকার।

পায়ে পায়ে মুক্তো ছড়াই
শরীর ঘিরে শূন্যতা
চড়চড়িয়ে দেওয়াল ফাটে
প্রতিচ্ছবি রিক্ততা ,

সমুখে রোজ রুদ্ধদ্বার।

কখন বৃষ্টি কখনো ঝড়
আকাশ কাঁপে, বাতাস কাঁপে
ঝিঁঝিঁ মিহিগলার কণ্ঠস্বর,

চমৎকার চমৎকার।

বালির ঝড়ে প্রদীপ ঢাকে
তুষার জমে তারায়
শিয়াল ডাকে, উদ্দেশ তার অঙ্গীকার।

পায়ের নিচে কাঠবেড়ালি
মাথার উপর ছন্দকার
জেগেই আছি জেগেই আছি

জেগেই আছে অন্ধকার।

সাতমাইল চিলাপাতা ফরেস্ট

চিলাপাতা ফরেস্টের সাতমাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে পার হবার সময়
একগুচ্ছ বুনোফুলের গন্ধে নাভিতে হাত রাখতে চেয়েছিলাম
যেমন করে প্রসব-বেদনায় প্রসূতি হাত রাখে
মাথার উপর দিয়ে দুটো পাখি উড়ে যাওয়ার সময়
বাড়িতে ফিরবো জেনেও পাঁচজন্ম এগিয়ে গিয়ে কাঠুরিয়ার ঘরে জন্ম নিতে
চেয়েছিলাম
শালবৃক্ষের গুঁড়ি ঘেঁষে হরিণশাবককে যেতে দেখে
ন্যাংটা-হুদোম পনেরো বছরের কিশোরীকে বলতে ইচ্ছে হয়
কুড়োল কাঁধে কাঠুরিয়া হবো—মালকোঁচা মেরে কাপড় পরতে চেয়েছিলাম
যেমন বৌ-ছুট্ গোল্লা-ছুট্ খেলার সময় হাত ধরাধরি করে দৌড়াতাম শূন্য বাতাসে
যেমন বন্যার জলে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে লালরঙের চিঠি গুঁজে দিতাম
যেমন বাঘের গর্জনে সাতমাইল বন কাঁপলে সব পাখি ডাল থেকে শূন্যে উঠে আসে
নীরবতার জলকণা শালপাতা থেকে টপ্‌টপ্‌ খসে পড়ে
এক
দুই
তিন মাইল মাটির গভীরে
তেমনই সাতমাইল রাস্তা হেঁটে এক দুই তিন করে বুক দীর্ঘ হয়ে যায়
হাতের পেশী বেড়ে ওঠে কণ্ঠস্বর বড় চেনা মনে হলে পূর্বজন্মের কাছাকাছি
মালকোঁচা কুড়োল কাঁধে কাঠুরিয়া হবো সাতমাইল হেঁটে যাবো চিলাপাতা ফরেস্ট

স্বপ্নসিঁড়ি

সপ্ত সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে আজ স্বপ্নসিঁড়ি মাথায় ঘোরে
এক পা এগোতে যাই
ধাপে ধাপে সিঁড়ি নামে
পা নামে
ভাগ্য নামে
দুঃখ নামে
তবুও আঘাত পাই
মূর্চ্ছা যাই
সপ্ত সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে আজ স্বপ্নসিঁড়ি মাথায় ঘোরে
এক পা পিছোতে গিয়ে
ধাপে ধাপে সিঁড়ি ওঠে
পা ওঠে
ভাগ্য ওঠে
দুঃখ ওঠে
দেখি
শান্তি নাই
আনন্দ নাই
সপ্ত সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে আজ স্বপ্নসিঁড়ি মাথায় ঘোরে।

বিশ্ব জুড়ে শব্দপতন

ঝড়ো হাওয়ায় শুকনো পাতা গড়িয়ে পড়ে কি ভীষণ।
চোদ্দ ঘোড়ার চোদ্দ লাগাম টানে আমায় কি ভীষণ !
কাজল কালো ছলোছলো চোখের ভাষা কি ভীষণ !
কী ভীষণ ! কী ভীষণ !!
বিশ্ব জুড়ে শব্দ ওঠে নির্জনতার অন্ধকারে
কাঁপছি বসে ধরছি লাগাম
শুকনো পাতা গড়িয়ে পড়ে
চোখের ভাষা টানে আমায় কী ভীষণ কী ভীষণ !

হঠাৎ জাগা জন্তুদানব চেঁচিয়ে ওঠে কলরবে মাঘের শেষে
রঙ্‌ বেরঙের পুতুল ভাঙে পুতুল নাচ খেলার শেষে
ভাঙে কাঁচ
টুকরো সুতো
ছোট্ট জামা
অনেক রয় অনেক রয়
প্রতিচ্ছবি প্রতীক হয়ে কাঁপছে আজকে দেয়ালময়।

চোদ্দ ঘোড়ার চোদ্দ লাগাম টানে আমায় অন্ধকারে
কী ভীষণ কী ভীষণ
শব্দ ওঠে বিশ্ব জুড়ে
ঝড়ো হাওয়ায় শুকনো পাতা গড়িয়ে পড়ে
গড়িয়ে পড়ে কী ভীষণ কী ভীষণ
বিশ্ব জুড়ে শব্দ পতন !

পাথরপ্রতিমা

বকুল ফুলের মালা গাঁথার ছলে
বালিকার মুখোমুখি মাথা নত করে বসে থাকি সারাক্ষণ…
ঝড় এলে ফুলগুলো উড়ে যায়
আমাদের হাতগুলো শূন্যে উঠে আসে
ভয়ঙ্কর ম্লান হয় চোখের পাতা
মৃত্যুও এর চেয়ে ভাল ছিল মনে হয়
সারাক্ষণ মুখোমুখি বসে থাকা পাথরপ্রতিমা।

কলকাতার জন্য

এখানে ঝরণার জল অবিরাম পান করো
কিংবা হাঁটো চড়াই উৎরাই,
নৌকো ছাড়াই তুমি লতা বেয়ে পার হও নদী
কিংবা বলো : বিশ্বাসে সাঁতরাই।

এখানের ঘাস ফুল—সহজ সীমানা,
কিংবা দূর, শালবীথি মাঠ,
হরিণশিশুর মতো করি ছুটোছুটি,
যন্ত্রণার ভুল পথ কিংবা দিই ঝাঁট!

গর্ভিনী শূকরী এলে চক্ষু জলে যায়
ঢেকে রাখি উষ্ণ দুধ-বাটি
কলকাতা, এই বুঝি তছনছ করে
সাজানো বাগানে সোনা-মাটি।

ভাঙা দেয়াল

রক্তগোলাপ শ্বেতকরবীর মাথার মুকুট
ফটো তুললে, ফটো তুলে
ভাঙা দেয়াল ঢাকা কি যায়, ঢেকে তবু রাখতে কি দোষ ভুলের অশ্রু
উষ্ণস্রোতে গাল ভেসে যায়—বললে যদি মলিন ছায়ায়।

তোমার আমার পার্থক্য তো সেইখানেতেই
নইলে তুমি নইলে আমি
চিরটাকাল গাল ভেসে যায় সন্ধ্যে হলেই এবং বুকের ভরা সুখে
পথ হাঁটলে আঁধার দেখি, মুখটি তোমার বিলীন হলে
ভাঙা দেয়াল রক্তগোলাপ শ্বেতকরবীর মাথার মুকুট মিলিয়ে তবু অশ্রু ঝরে-

অবাস্তরই, রাস্তাঘাটে হাঁটতে গিয়ে
হোঁচট খাওয়া কষ্টদায়ক—বললে সেদিন,
বলেই আবার ভাঙা দেয়াল ঢাকতে গেলে
ভিজিয়ে নিয়ে চোখের পাতা পায়ের পাতায় রক্ত ঢেলে।

রক্তগোলাপ শ্বেতকরবীর মাথার মুকুট ফটো তুললে—ফটো তুলে
ভাঙা দেয়াল ঢাকা কি যায়!

পুতুলখেলা

নিরিবিলি পুতুলখেলা। পুরনো পাড় যতই ছিঁড়ি
আমার পুতুল তোমার পুতুল
চিরটাকাল
সেই সকালের ন্যাংটা-হুদোম হাতেই ঘোরে
ন্যাংটা হয়ে হাতেই ঘোরে সারাটি রাত
আগুনে হাত
বন্ধকপাট কান ফিস্‌ফিস্‌ পুতুলখেলা।

তোমার আমার আবহমান পুতুলখেলা
পায়ের আলতা সিঁথির সিঁদুর মিলিয়ে গেছে
সেই যে সকাল
ঘরে বসেই দিন কেটে যায়, সাজানো রাত
তোমায় নিয়ে
ভাঙা মেলায় ভাল্লাগেনা ভাল্লাগেনা ভাল্লাগেনা।

এই তো জীবন—পায়ের রক্ত চোখের জল
ত্বকের নোনা,
নইলে পথিক? চিরটাকাল সারাটি রাত
আগুনে হাত
বন্ধকপাট কান ফিস্‌ফিস্‌ পুতুলখেলা খেলতে কি দোষ
এই সকালে
সেই সকালের ন্যাংটা-হুদোম
জানাই আছে
আমার পুতুল তোমার পুতুল।

অপাপ দুঃখের স্রোতে চক্ষু যায়

চোখের পল্লব থেকে সব আয়ু ঝরে পড়ে
অপাপ দুঃখের স্রোতে গাল ভাসে চোখের লজ্জায়
অলক্ষ্য স্বপ্নের চেয়ে অদ্ভুত নিঃশব্দে উঠে এসে
কি মায়া জড়ালে তুমি পাতাফেলা চোখের মরণে।

একটি গোলাপ-কুঁড়ি হাত তুলে জোর ফুৎকারে
উড়িয়ে দেবার কালে…
চক্ষু যায়
চোখের পল্লব থেকে সব আয়ু ঝরে পড়ে চোখের লজ্জায়।

প্রতিবেশী বাড়িগুলো পুড়ে পুড়ে ধোঁয়া হয়,
ছাই ওড়ে কি বিষম তীব্র উল্কাপাত!
অনিদ্র রজনীমাঝে কার ছায়া তবু কেঁপে ওঠে? কার হাত?
বুকে ছুঁলে ভয়ের কাঁপন?
ফণীমনসা বুকে চেপে কে তুমি সটান উঠে এসে
মুখোমুখি কথা বলো অনিঃশেষ চোখের মায়ায়?
কেমনে জানাই বলো : চক্ষু যায়, চক্ষু পুড়ে যায়!

শুধু নিরলস বিস্তার ছাড়া

শুধু নিরলস বিস্তার ছাড়া তোমার কোনও মহিমা নেই
তোমার হাসিতে যদি সংগীত না ঝরে তবে, ঈশ্বর
আমাদের পায়ের নিচের জলস্রোতে গা ঢাকা দিয়ে আত্মমগ্ন হতে চেষ্টা করো।

বাগান থেকে ফুল এলে, বাজার থেকে ধূপ-ধুনো চন্দন এলে
দূর দূর থেকে নিমন্ত্রিত এলে,
ঈশ্বর, আমি বসে থেকে
তোমাকে ছাড়া, তোমার বিস্তৃতি ছাড়া কিছুই দেখি না
ছোট্ট ভূখণ্ডে যদি দাঁড়াতে না পারো তবে আমাদের পায়ের নিচে
জলস্রোতে গা ঢাকা দিয়ে আত্মমগ্ন হতে চেষ্টা করো।

মুরগির কলরবে রুটি ছিঁড়তে পারো কিংবা বুক জলে ঘাস কেটে টেনে আনতে ?
তোমার কর্মে যদি অকৃত্রিম বেদনা না ঝরে, ঈশ্বর,
তবে আমি বসে থেকে বারবার বলে যাবো :
শুধু নিরলস বিস্তার ছাড়া তোমার কোনও মহিমা নেই।

পুরনো উঠোনতলা

উঠোনের সবুজ ঘাসে পা মেলে বসে থাকি, হাত মেলে
শুয়ে থাকি, বিড়ালের স্নেহশিশুগুলি আমার স্তন
আমার চোখ চেটে যায়
গভীর মমতায় স্তন ছেঁড়ে, চোখ খসে—তবু পা
তবু হাত মেলে শুয়ে থাকি।

পুরনো বসতবাড়ি ঝুলে থাকা রঙিন খেজুর
তুলসীর ছোট চারা কোন এক কঠিন অসুখে
ঔষধ পেয়েছে কিনা, কিংবা কোনো শেষ রাতে
অসংখ্য প্রলাপে ওরা আমার স্তন দুটি
আমার চোখ দুটি নিয়ে গেছে কিনা।

অপাপ দুঃখের স্রোতে চোখ দুটি ভরে গেল স্রোতের আঁধারে
অন্তিম শোকের রক্তে বুকখানি ভেসে গেল পাপপুণ্য, হে করুণা
আমার চোখ চেটে যায় বিড়ালের স্নেহশিশুগুলি
আমি হাত মেলে শুয়ে থাকি পা মেলে বসে থাকি পুরনো উঠোনতলায়।

নিজে নিজেই

ধুত্তোর, ছেনালি রাখ
মাটি থেকে শেকড় ওঠালে
জল থাকে কি কখনো
কিংবা গোপনতা
শুধু হাওয়া হাওয়ায় ঝড়
ঝড়ে কোন বৃষ্টি থাকে না
কিংবা ময়ুরের রঙিন পালক
একে একে সব মাটি সরে যায়
সব শেকড় উঠে আসে
একে
একে
ঘাস ফড়িং...
ধুত্তোর, ছেনালি রাখ।

সাজিয়ে রাখা বর্ণমালা

দুঃখ বোধ হয় দানের চেয়েও বেশি কিছু গ্রহণ করা
চিরজীবন কাছাকাছি বাস হঠাৎ হঠাৎ সটকে পড়া
চিরহরিৎ বৃক্ষের মতো পাতা ফলানো বৃষ্টিজলে
খুচরো স্মৃতির জোড়াতালি সর্বনাশা কৌতূহলে
দুঃখ বাড়ায় আমার বুকে সাজিয়ে রাখা বর্ণমালা,
ভাঙ্গন ধরলে কিংবা কেবল তাকিয়ে থাকায়।

বৃষ্টি হলে জলের স্রোতে বালিতে টানে নদীর ঢাল
দুহাত ভরা জলের রেখা
দাঁড়িয়ে থাকি চিরটাকাল।

অথচ ঘুমের মধ্যে

অথচ ঘুমের মধ্যে কেন যে কবিতা !
বুকের মধ্যে ফলাও খবর
উত্তেজিত শিরা উপশিরা
অথচ ঘুমের মধ্যে—অন্ধকারে—অন্ধকার
অন্ধকারে কেন যে কবিতা !

কিছুতে চমক নেই, ক্ষিপ্র জল হঠাৎ গঙ্গার
ঘুমের মধ্যে তিন হাজার শব্দের শব্দপ্রবণতা
পাকচক্রে ঘুরে ঘুরে জেনে গেছে উত্তরাধিকার
অথচ শব্দের মধ্যে—অন্ধকারে, কেন যে কবিতা !

কৃতঘ্নতা পাপ ভেবে ঘুমিয়েছি অসহ অসীম
ঘুমেই আজ জীবনের সব জটিলতা
কোথায় সে বৃষ্টিধারা অনাদি অন্তিম
জটিলতায় অন্ধকার—অন্ধকারে, কেন যে কবিতা !

বুকের মধ্যে ফলাও খবর
উত্তেজিত শিরা উপশিরা
অথচ ঘুমের মধ্যে—
ঘুমের মধ্যে কেন যে কবিতা !

এখন

যদিও
আমার অপারগ হাত দুটি
অথৈ কান্নার বেগে
উন্মত্ত হয়ে ওঠে থেকে থেকে
তোমার অসহনীয় বুকটা
ঘূর্ণীর হাওয়া লেগে
আমার মাথায় ঘোরে।

তবুও
তুমি তোমার দেশে
আমি আমার দেশে
যা কিছু আশ্চর্য আছে সব নিয়ে গাঢ় রূপান্তর—
রক্ত মাখা হৃদপিণ্ড ও হাত তীক্ষ্ণ কৃপাণে :
এক লহমা বিশ্রাম।

এখন তোমার অসহনীয় বুক
আমার অপারগ হাত
টকটকে তপ্ত আগুনে পুড়ে
সোনা হয়ে জ্বলে…

জেনে রেখো

বিশ্বাসী বুকের কাছে মৎস্যবালিকার মতো
শরীরের ঘ্রাণ পেলে নতুন করে তোমার মৃত্যু বা জন্ম
দুঃখ বা সুখ কিংবা জয় পরাজয়ে কাঁচ-ঘষা চোখে কান্না জমে না।

নদীর জোয়ার জলে জাহাজের উপর চোখ রেখে তুমি বললে : এইতো জীবন,
হাজার হাজার জাহাজডুবির পর চোখ দুটো পেছন
দিকে ঘুরিয়ে এনে গরুর গাড়ির উপর রেখে 'এইতো জীবন' বলে হাত বাড়ালে

বুক থেকে নেমে আসে দীর্ঘপ্রেম, চোখ থেকে মায়া
হাত থেকে বিনয় নেমে আসে, পা থেকে দীর্ঘ ঘুম
একলাই বলে দিতে পারি : এইতো জীবন।

এখনো সময় আছে মৃত্যুকে জেনে নাও, জন্মকে
জেনে নাও, জাহাজডুবির পর উর্দ্ধে হাত বাড়িও না !
জেনে রেখো, বিশ্বাসী বুকের কাছে মৎস্যবালিকার মতে
শরীরের ঘ্রাণ পেলে নতুন করে তোমার মৃত্যু বা জন্ম
দুঃখ বা সুখ কিংবা জয় পরাজয়ে কাঁচ-ঘষা চোখে কান্না জমে না।

হরিণ

ছোট হরিণ হরিণ ছোট ছোট ছুটে ছুটতে ছুটতে শালবন বাঁশবন বন বনবন ঘুরে ঘুরতে ঘুরতে জল জলে মুখ পা লোম জলে জলে জলো জলো পথ কান্না কাঁদেনা হাসতে হাসে না কাঁদে না হাসে না হাসে না কাঁদে না হাসনা-হানার গন্ধ গন্ধে গন্ধে গন্ধরাজ গন্ধরাজ মৌমাছির গুণগুণ গুণে গুণে সুতো সুতোয় দুনিয়া বাঁধা বাঁধন ছিড়ে ছুঁড়ে ছুটে ছুটে ছুটতে ছুটতে ছোট ছোট ছোট হরিণ হরিণ হরিণ হরিণ ছোট্ট হরিণ ছোট্ট হরিণ

অন্যপথ খোঁজ করে নাও

সেদিন ভরতপুরে পাহাড় থেকে নামার পথে
হাজার কাঁটা ফুটলো পায়ে পাথর ভাঙার শব্দ অনেক
শুনতে পেলাম বুকের কাছে করুণ সুরে :
ধার নিয়েছো
শুধরে দেবার দায় নাও নি মাথায় তুলে,
ভালই হলো তোমার কাছে সুদ নেবো না, আসলও না
সুখী হবার অন্য যে পথ খোঁজ করে নাও আমায় ভুলে,
তুচ্ছ পথে বসে আমি ভাঙবো পাথর ভরতপুরে।

পথের থেকে দূরে সরে যাও যে গাছতলায় পদ্ম ফোটে
পথের ওপর ভাঙলে পাথর বুকের কাছে শব্দ ওঠে
সময় সময় রক্তবমন :
হবার অন্য যে পথ খোঁজ করে নাও আমায় ভুলে।

প্রথম কিশোরী

সূর্যের চারপাশে ঘুরে এসে প্রথম কিশোরী
ব্রতকল্প অঙ্গুলির কঠিন মমতা দিয়ে অশ্রু মুছে নেয়
অশ্রুর ভেতরে আমার প্রভু ছিল, অন্ধকারে
অশ্রুর ভেতরে ।
নামাবলী গায়ে আমার কখনো ছিল না
প্রথম কিশোরী এলে
আসন মন্ত্রপাঠ
পূজারীর প্রার্থনা
এবং সারাক্ষণ আলো জ্বলে সারা ঘরে !
আলোয় অন্ধকার দেখি, যেহেতু আমার জন্ম অশ্রুর ভেতরে ।

স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন দেখার রাত

স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন দেখার রাতে আমি নগ্ন ।
আমার যা কিছু গোপন রাতের অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় ।

স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন দেখার সময় বুক থেকে কান্না উঠে আসে,
যন্ত্রণা উঠে আসে, অন্ধকারে চতুর্দিক ছড়ায়
শ্যামলীকে ডেকে-ডেকে বারবার কেঁদে ওঠবার সময়
দীর্ঘ দু বছর থেকে আমি নগ্ন বুঝতে পাই, অভিশপ্ত জানতে
পাই হে পরম পুরুষ

আমি আর স্বপ্ন দেখতে চাই না
আমি আর নগ্ন হতে চাই না
গোপনতা পীড়া দেয়, সারারাত সারাক্ষণ !

স্থায়ী

আমার এ জীবনের স্থায়ী কিছু ছিল ! দুহাতে উঠিয়ে
এনে লুকোনোর মতো প্রেম
বুকের পাঁজর থেকে একখণ্ড হাড় ভেঙে অস্ত্র তৈরি করে
রক্ষা করার মতো ক্ষমতা ।

দুহাতে যা কিছু ধরে তুলি আঙুলের কড়া বেয়ে টপ্‌টপ্‌
পড়ার শব্দে
অধৈর্য-অধৈর্য, অস্থায়ী-অস্থায়ী—বলে রক্তের মোহনা থেকে
ঘোড়াগাড়ি ছুটে যায় অশ্রুর
মোহনা অবধি :
বুকের পাঁজর থেকে একখণ্ড হাড় ভাঙো,
একখণ্ড হাড় ভেঙে ক্ষমতার অস্ত্র বানাও
বিবেকের সাথে বোঝাপড়া আজকাল আর নেই হে !

জীবনের স্থায়ী কিছু ছিল ?
রক্ষা করার মতো ক্ষমতা, দুহাতে উঠিয়ে এনে লুকোনোর মতো প্রেম ?